দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 AUG 1998 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭ .....

21

দশ হলে দুই শতাধিক বহিরাগত ॥ সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত ৫০

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি ছাত্র হলে দু' শতাধিক বহিরাগত অবস্থান করছে। এদের মধ্যে ৫০ জন বহিরাগত ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন হল ঘুরে দেখা গেছে এদের প্রকৃতপক্ষে কোন দল নেই। দু' বছর আগে ক্যাম্পাস যখন ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে ছিল তখন তারা ছাত্রদলের আশ্রয়ে ক্যাম্পাসে যা খুশি তাই করত। আর এখন ছাত্রলীগের আশ্রয়ে 'মহা ছাত্রলীগার সেজে' বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে। ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কয়েকবার এদেরকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়ার অনুরোধ করার পরও এরা অজ্ঞাত কারণে বহাল তবিয়তে আছে। কয়েকটি হল ঘুরে জানা গেছে, হলগুলোতে ফাও খাওয়া বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও এখানে ফাও খাওয়া চলছে।

বৃহস্পতিবার রাতে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না বলেন, 'ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূল ও বহিরাগতদের বিতাড়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অকৃপণ সহযোগিতার পরও কেন এখানে বহিরাগত থাকছে তা আমাদের কাছেই বিস্ময়কর।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ বহিরাগতদের প্রশ্রয় দেয় না' এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক জটিলতার কারণে এই বহিরাগতরা থাকার সুযোগ পাচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা উপাচার্য মহোদয়ের নিকট দাবি জানিয়েছি যেই হলের ছাত্র সেই হলে থাকবে, যার পক্ষে নিজ হলে থাকা সম্ভব হবে না সে বাইরে থাকবে। তা না হলে দখলদারিত্ব থেকেই যায়। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দখলদারিত্বে বিশ্বাস করে না।' তিনি বলেন, অনেক দিন আগে থেকে উপাচার্যের নিকট এ দাবি করে এলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট ড. মোঃ আজিজ বলেন, 'কিভাবে হল বহিরাগত মুক্ত করব— পুলিশকে বিশ বার বলে বহিরাগতকে গ্রেফতার করতে হয়। দু' দিন পরেই সে আবার ছাড়া পেয়ে যায়। আবার হলে চলে আসে।' ক্যাম্পাসের এক জনপ্রিয় শিক্ষক নেতা বলেন, 'হল বহিরাগত মুক্ত করতে হলে হল প্রশাসনকে কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন 'হলে বহিরাগতদের পরিবর্তে ছাত্রদের রাজনীতি করার সুযোগ দিতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রভোস্ট বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাইলে হল থেকে বহিরাগতদের বের করে দেয়া খুব বেশি সময়ের কাজ নয়।' তিনি বলেন, 'আসলে কোন কথা বলে লাভ নেই, কারণ যিনি আমাকে বহিরাগতদের বের করে দিতে বলবেন তিনিই আবার এদেরকে হলে আশ্রয় দিতে বলবেন। তাহলে খামাখা নাটক করে কি লাভ।'

বর্তমানে সূর্যসেন হলে ১০/১২ জন বহিরাগত আছে। বঙ্গবন্ধু হলে ৪০ জন, এফ রহমান হলে ১৮/২০ জন, মুহসীন হলে ১৬/১৭ জন, জিয়া হলে ২০/২২ জন, ফজলুল হক হলে ৩০/৩৫ জন, শহীদুল্লাহ হলে ১৫/১৬ জন, জহুরুল হক হলে ১০/১২ জন, এসএম হলে ১৩/১৪ জন বহিরাগত অবস্থান করছে। জগন্নাথ ও কবি জসীম উদদীন হলে কোন বহিরাগত নেই। হল দু'টি হতে পারে ছাত্ররাজনীতির জন্য মডেল। এ হল দু'টিতে কোন ফাও খাওয়ার সিস্টেম নেই।